কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	ভান্ডারিয়া		
২। জেলাঃ	পিরাজপুর		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৬৪	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	৬
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	১৩,৭১২	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৭৯০
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		১২/০৯/২০২১খ্রি:	
৮। ডিপিই'র ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?		না	
৯। জনবহুল স্থানে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে ?		হাঁ	
১০। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		প্রযোজ্য নয়	
১১। অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখঃ		-	
১২। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		মোঃ নাছির উদ্দিন খলিফা	
১৩। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		bhandariaueo@gmail.com	
১৪। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭১২-২৯৭৪৫৬	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.০	পুনরায় বিদ্যালয় কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা জমাদানকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১টি জমাকৃত পরিকল্পনা সংযুক্ত করা হয়েছে।
২.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে; -না • বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে;- হ্যাঁ • শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে; হ্যাঁ
৩.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	১৬৪
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	রেজিস্টার এ তথ্যের ছবি সংযুক্ত করা হলো • রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে; -হ্যাঁ • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে; -হ্যাঁ • স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।- হ্যাঁ
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে; হ্যাঁ • সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন অংশীজন; হ্যাঁ • সভার সংখ্যা: ৪২৮

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগল মিট/জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইস টু ফেইস/গুগল মিট/ জুম/ ফোন কল।
৬.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃত অর্থ: ১৩,১২,০০০/- (বিদ্যালয়প্রতি ৮,০০০/-) • অর্থ বছর: ২০২০-২১ • অর্থের উৎস: (স্লিপ) পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৬৪
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	১২ জন
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	নাই
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; হ্যাঁ • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; হ্যাঁ • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; হ্যাঁ কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে- প্রযোজ্য নহে
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফটভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে-হ্যাঁ • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে-হ্যাঁ • স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে-হ্যাঁ
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	• গুগল মিটে, অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে;- হ্যাঁ • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে ‘ঘরে বসে শিখি’ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; হ্যাঁ হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।-হ্যাঁ

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা-হ্যাঁ • উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা- হ্যাঁ • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের একধরণের ভীতি;-তুলনামুলক কম • স্বাস্থ্য বিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল;-হ্যাঁ • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি;-হ্যাঁ
০৮	যেভাবে বিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	• এসএমসি, পিটিএ সদস্যদের নিয়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশ পাঠদান উপযোগীকরণে পুন: পুন: সভা আয়োজন করা হয়েছে। • মা-সমাবেশ, উঠোন বৈঠক করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধিসহ ঝরেপড়া রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সার্বিক মন্তব্য: কোভিড-১৯ এ কোন শিক্ষার্থী অক্রান্ত ছিলনা। ১২ জন শিক্ষক আক্রান্ত হলেও তারা আইসোলেশনে ছিল। বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও শিক্ষকগন গুগলমিট, অনলাইনে পাঠদান অব্যাহত রেখে শিখন ঘাটতি দুর করার জন্য চেষ্টা করেছেন। কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয়ে রি-ওপেনিং প্লানের মাধ্যমে পিইডিপি-৪ এর স্লিপ ফান্ড থেকে এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে কোভিড সামগ্রী ক্রয় করে বিদ্যালয় চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে সকল বিদ্যালয়ে পাঠদানের স্বাভাবিক পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-
মোঃ নাছির উদ্দিন খলিফা
উপজেলা শিক্ষা অফিসার (চ:দা:)
ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর।